যায়যায়দিন

তারিখ ...... 3 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আযিযুল হক কলেজের দুর্নীতি অনিয়মের তদন্ত ও শাস্তি দাবি

স্টাফ রিপোর্টার বগুড়া

বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজে দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠছেন কলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারী। সে সঙ্গে কলেজ প্রশাসনের অনেকেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। যারা এতোদিন মুখ বুজে ছিলেন, তারাও এখন নানা তথ্য প্রকাশ করছেন। আবার যারা কলেজ অধ্যক্ষের সহযোগী হিসেবে ছিলেন তাঁদের অনেকেই এখন ভোল পাল্টে নতুন সুরে কথা বলছেন। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ও তার সিন্ডিকেটের সদস্যদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত দাবি করেছেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। কলেজের ভুক্তভোগী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও এ দাবি করেছেন। ছাত্রফ্রন্টসহ কয়েকটি সংগঠনের পক্ষে কলেজ ক্যাম্পাসে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

এদিকে গতকাল কলেজ ক্যাম্পাসে একটি লিফলেট বিলি করা হয়েছে। ওই লিফলেটে আযিযুল হক কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. সুলতান আলী ও তার সহযোগীদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির নানা কথা তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকজন সাধারণ ছাত্র হাজার হাজার কপি এ লিফলেট বিলি করে। দুপুর পর্যন্ত অনেকের হাতে এ লিফলেট দেখা গেছে।

এছাড়াও গতকাল যায়যায়দিনে সংবাদ প্রকাশ

দাবি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

দাবি : শাস্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করার পর কলেজ অধ্যক্ষের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পরিচিত অর্থনীতির প্রভাষক ফজলে রাব্বীর স্ত্রী ওই কলেজের মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক ফাহমিদা ফারহানা কলেজে এসেছেন। তিনি এক বছরেরও বেশি সময় পর গতকাল কলেজে আসেন। ওই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান যোগেন্দ্র নাথ রায় একথা স্বীকার করে জানান, গতকাল ফাহমিদা ক্লাসও নিয়েছেন।

বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি আযিযুল হক কলেজ। এ কলেজে সরকারি ও বেসরকারি ৩৬টি খাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি নেয়া হচ্ছে। বছরের পর বছর চলছে এ অবস্থা। গত দু'বছরে সব খাতের ফি আরো বাড়ানো হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষে প্রতিবাদ জানানো হয়। বিভিন্ন সময়ে মিছিল, মিটিং ও আন্দোলনও করা হয়। বিভিন্ন খাতে লাখ লাখ টাকা ফি নেয়া হলেও এগুলোর আয়-ব্যয়ের কোনো হদিস নেই। হিসাবের স্বচ্ছতাও নেই। ভুয়া ভাউচার আর নানা অপ্রয়োজনে ব্যয় দেখানো হয় এসব খাতের টাকা এ অভিযোগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

বগুড়া জেলা ছাত্রদলের সভাপতি খাদেমুল ইসলাম জানান, আযিযুল হক কলেজে বিভিন্ন খাতে যেসব ফি নেয়া হয় তার হিসাব দেয়া হয় না কাউকেই। কোনো খাতের টাকাই সঠিকভাবে ব্যয় হয় না। এর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের রুম অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছি। তিনি দাবি করেন বিএনপির সময়ে এ কলেজে কোনো দুর্নীতি হয়নি। কিন্তু এবার রেকর্ড পরিমাণ ভর্তি বাণিজ্য হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রনেতারা একচ্ছত্রভাবে কলেজ অধ্যক্ষের সহযোগিতায় ভর্তি করিয়েছেন। কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ভেঙে গেছে। তিনি দাবি করেন কলেজের সব দুর্নীতি ও অনিয়মের তদন্ত করা হোক। এর সঙ্গে জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক।

একই দাবি করেছেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি সাদেক হোসেন। তিনি অভিযোগ করে জানান, কলেজে এতোবড় দুর্নীতি আগে কখনো হয়নি। একমাত্র ছাত্রফ্রন্টই এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছে। ড. সুলতান আলী এ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেয়ার পর সব ফি বাড়িয়েছেন। গরিব ছাত্রছাত্রীদের বেতনভাতা বাড়িয়ে সেগুলো লোপাট করা হচ্ছে। এর সুষ্ঠু তদন্ত ও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কলেজ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেয়ালে তাদেও দাবি-দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন পোস্টার এখনো শোভা পাচ্ছে।

জাতীয় ছাত্রসমাজ আযিযুল হক কলেজ শাখার সভাপতি আবদুস সালাম বাবু জানান, মহাজোটের শরিক দল জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন হিসেবে তাদের কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। ভর্তি কোটা এককভাবে ছাত্রলীগকে দেয়া হয়েছে। ভর্তি বাণিজ্যের কারণে মেধাহীন অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। ভর্তি সিন্ডিকেটে আছেন কলেজের অর্থনীতির এক প্রভাষক। তিনি কলেজ প্রশাসনের নানা অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি করেন। তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন ও বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেন।

এদিকে ছাত্রলীগ নেতারা অবশ্য ভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন। ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি শুভাশিষ পোদ্দার লিটন ভর্তি বাণিজ্যের কথা অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রলীগের কেউ এবার কলেজের ভর্তির সঙ্গে জড়িত ছিল না। তারা ছাত্রদের উন্নয়নেই কাজ করছে। কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল হুদা উজ্জ্বল দাবি করেন, কলেজ প্রশাসন ভালোভাবেই চলছে। কলেজ অধ্যক্ষই সব ছাত্রছাত্রী ভর্তি করেছে। এর সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো নেতা ছিল না।

কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ফরহাদ জানান, সরকারি কলেজে পড়তে আসছি কম টাকায় কিন্তু এখানে একই ফি বারবার নেয়া হয়। এর বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক কেউই কথা বলে না। ইংরেজি বিভাগে গেলেই বোঝা যাবে ভর্তি বাণিজ্য কেমন হয়েছে। মেধাহীন ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের ক্লাস করতে হচ্ছে। একই ধরনের কথা বলেন আরো কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। তারা চান সব অনিয়মের দুর্নীতি তদন্ত হোক।